স্কুলে স্কুলে ভর্তি যুদ্ধ

রফিকুল বাসার

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতি বছরের মতো ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি নিয়ে আবার চিন্তার সময় এসেছে অভিভাবকদের। 'এ' স্কুল থেকে 'ও' স্কুল, 'ও' স্কুল থেকে 'সে' স্কুল। কোন স্বস্তি নেই। অনেক অভিভাবক অকারণেই তাদের ছেলেমেয়েদের নাজেহাল করে থাকেন। তারা তাদের মূল্যায়ন করতে পারেন না। অনেকে বুঝতে পারেন তার সন্তান এবার অমুক স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। তবুও মনের আকাশসম আশা মেটাতে অংশ নেওয়ায় ভর্তি পরীক্ষায়। অনেকে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন তোলে, তার সন্তানকে কোন স্কুলে ভর্তি করল সেটা নিয়ে। নামে পরিচিত এমন হাতে গোনা কয়েকটি স্কুলে চলে এই ভর্তি যুদ্ধ। সবারই আশা এসব স্কুলগুলোতে তাদের সন্তানদের পড়াবেন। একবার একজন ভর্তি হতে পারলে তার অভিভাবক মনে করেন বুঝি পড়াশুনার স্বর্গের রাস্তায় সন্তানকে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু এটা তারা ভাবেন না যে, যে কোন স্কুলে ভর্তি করায়ে যদি ঠিকমত তত্ত্বাবধান করা যায় তবে তার লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। অনেকের ধারণা হাতেগোনা এসব স্কুলে বুঝি বিশেষ কোন প্রক্রিয়াতে ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয়ে থাকে। আদতে কি সে কথা ঠিক? নাকি কি অন্য স্কুলগুলোতে কি কোন ভাল শিক্ষক নেই? কিংবা পড়ানোর পদ্ধতি কি খুব বেশি আলাদা? বর্তমান সময়ের এ আয়োজন বা ভর্তি উৎসব শুধু ঢাকাতেই থেমে নেই। ছড়িয়ে পড়েছে বড় বড় শহরগুলোতে। মফস্বল শহরের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়েছে কিন্ডার গার্টেন। আর এরাই ভর্তি প্রক্রিয়াটাকে একটা অগ্নিপরীক্ষায় পরিণত করেছে। ভর্তি হওয়ার জন্য ছেলেমেয়েদের উপর যে চাপ পড়ে বা যে পড়াশুনা করতে হয় অন্য পরীক্ষার সময় যদি এমত করত তবে তার বেশি কাজে লাগত। ভর্তিকে নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে আরো আগে। অমুক স্কুলের ভর্তি কোচিং। একশ'ভাগ নিশ্চয়তায় ভর্তি কোচিং ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যানারে কোচিং সেন্টারগুলো রমরমা ব্যবসা জুড়েছে। অনেক স্কুলে শিক্ষকরা এসব কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত আছে বলে জানা গেছে।

ফাইনাল পরীক্ষার পরে, ডিসেম্বর মাসে মামা বাড়ি, দাদা বাড়ি শীতের পিঠা খেতে বেড়াতে যাওয়ার যে মজা সে মজা থেকে বিলকুল বঞ্চিত হচ্ছে এসব ছেলেমেয়ে। পরীক্ষার পরে কোথায় একটু কোমলমতি এসব বাচ্চা সবুজ প্রকৃতির সাথে মিশবে, সেটা না, একটা পরীক্ষা দিতে না দিতে আর একটার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি। পুরো ব্যাপারটাই যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে।

সরকারি, বেসরকারি সব স্কুলেই ভর্তি প্রক্রিয়ার আনাগোনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বেসরকারি কয়েকটি স্কুলে ভর্তি ফরম দেয়া হয়ে গেছে। ভিকারুন্নেসা নুন স্কুলে গত নভেম্বরের এক থেকে চার তারিখ পর্যন্ত হয়েছে ফরম বিতরণ। এখানে ভর্তি পরীক্ষা হবে আগামী বাইশ, তেইশ ও চব্বিশে ডিসেম্বর। প্রায় সাড়ে চার হাজার ফরম বিক্রি হয়েছে ভিকারুন্নেসাতে। এখানে এগারো শ' ছাত্রী ভর্তি করানো হবে। যার মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী শাখায় প্রথম শ্রেণীতে সাড়ে পাঁচশ' এবং ধানমন্ডি শাখার তৃতীয় থেকে অষ্টম পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ' ছাত্রী। সেন্ট জোসেফ-এ হয়ে গেছে তিন ডিসেম্বর। এখানে একশ' দশটি আসন আছে তৃতীয় শ্রেণীতে। হলিক্রস স্কুলে পরীক্ষা হবে আগামী আঠারো, উনিশ ও বিশ ডিসেম্বরে। এখানে প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পঞ্চাশ করে মোট একশ' জন ছাত্রী নেয়া হবে। আইডিয়াল স্কুলের বিস্তারিত তথ্য এখনো জানা যায়নি। তবে বিশ ডিসেম্বরের পরে বিস্তারিত জানা যাবে। সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে এক সাথে। ঢাকার ছাব্বিশটি সরকারি স্কুলে এক সাথে ফরম বিতরণ এবং ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ফরম বিতরণ করা হবে আঠারো থেকে তেইশে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এসব স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা হবে ছাব্বিশ থেকে আটাশ ডিসেম্বরের মধ্যে। এ বছর সরকারি নীতিমালা অনুসারে প্রতিটি সরকারি- বেসরকারি স্কুলে মোট আসনের দশ ভাগ স্বতন্ত্র প্রাথমিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পাস করা ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে হবে।

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সরকারি স্কুলগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে গ্রুপ 'এ'-এর স্কুলগুলোর পরীক্ষা হবে ছাব্বিশে ডিসেম্বর। এসব স্কুলগুলো হচ্ছে গর্ভমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল, ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গভঃ গার্লস হাইস্কুল। গ্রুপ 'বি'-এর স্কুলগুলোর পরীক্ষা হবে সাতাশে ডিসেম্বর। গ্রুপ 'বি'-এর স্কুলগুলো হচ্ছে মতিঝিল সরকারি বালক বিদ্যালয়, ঢাকা গভঃ মুসলিম হাইস্কুল, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলা বাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ (স্কুল শাখা)। 'সি' গ্রুপের পরীক্ষা হবে আটাশে ডিসেম্বর। এখানে আছে কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজিয়েট স্কুল, তেজগাঁও সরকারি বালক বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (টিকাটুলি), গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

উত্তরপত্র স্কুল থেকে দেয়া হবে। তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি বিষয়ে মোট একশ' নম্বরের পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে অংকে চল্লিশ এবং বাংলা ও ইংরেজিতে ত্রিশ করে। প্রাইমারির পরীক্ষা হবে দশটা থেকে বারটা আর মাধ্যমিক নিম্ন মাধ্যমিকের পরীক্ষা দেড়টা থেকে তিনটা পর্যন্ত। পরীক্ষার তিনদিনের মধ্যে ফলাফল দেয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিখতে হবে। বাকিদের পরীক্ষা রচনামূলক।

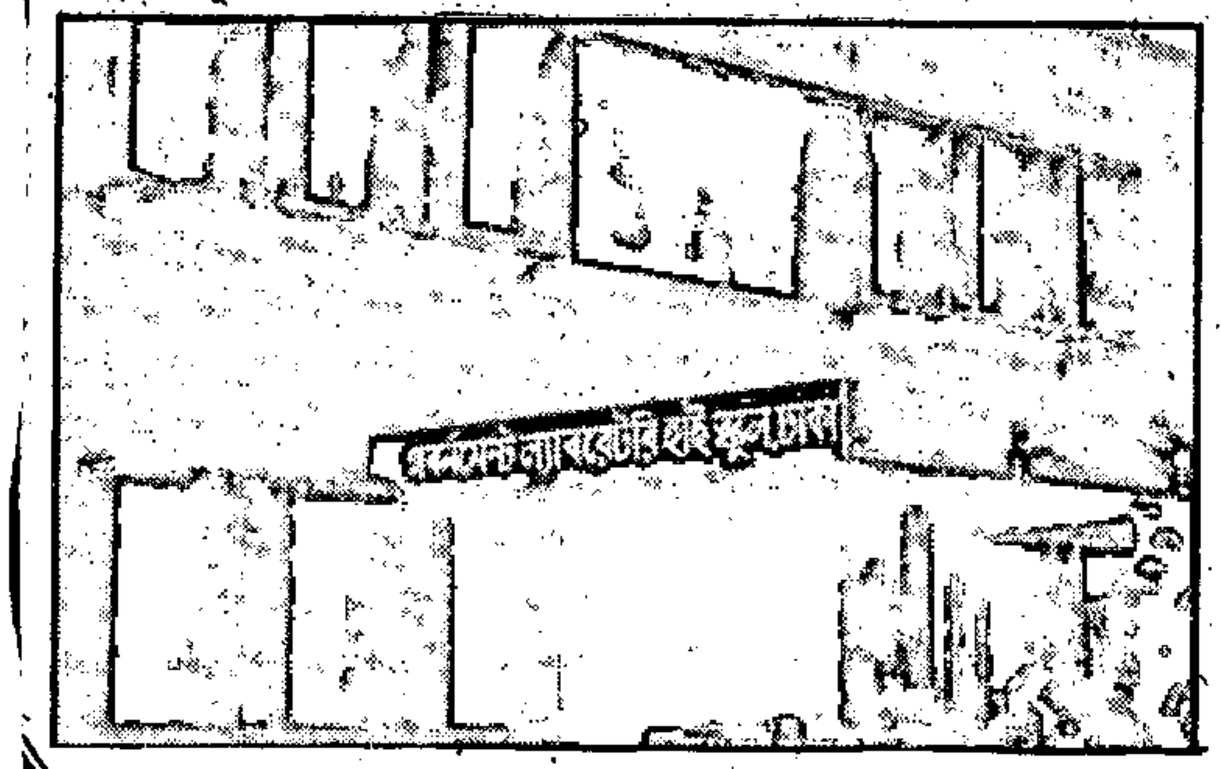

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল

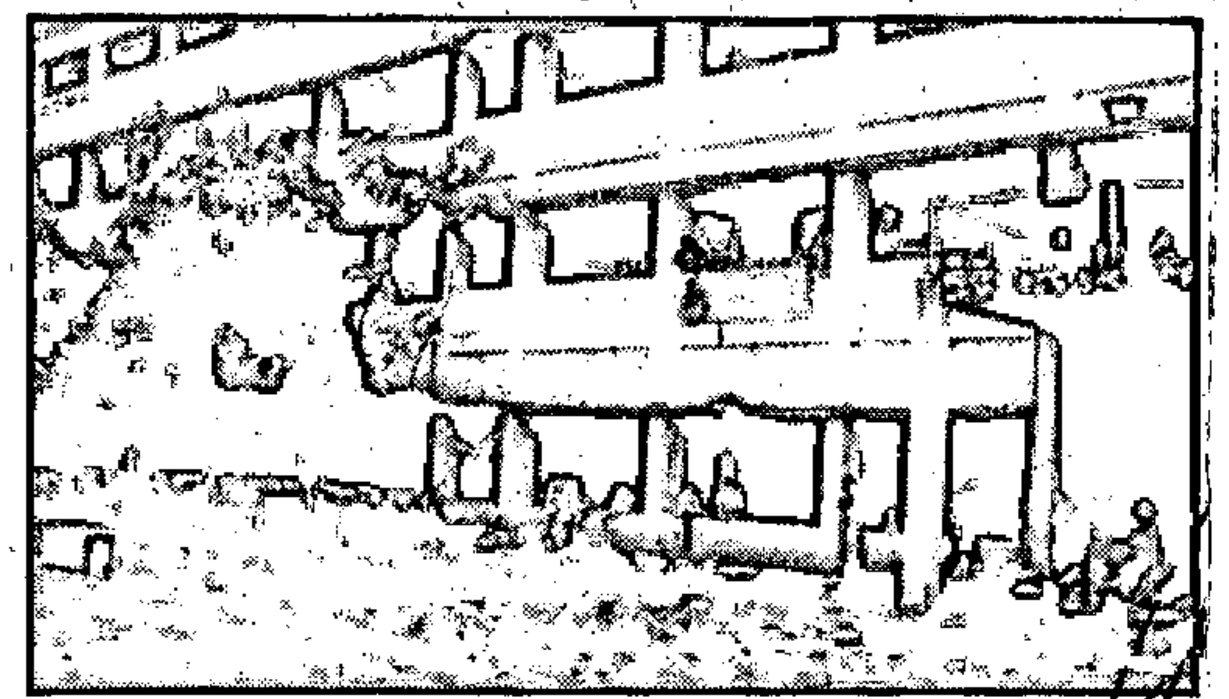

নিউ মডেল হাইস্কুল

DEC 18 1999